যুগান্তর

তারিখ 18 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মাছুম বিল্লাহ

পাঠ্যবইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন

স্বাভাবিক রয়েছে। একই শ্রেণীর স্বাস্থ্য কণিকা বইয়ে সূচিপত্র নেই। আবার একই অধ্যায় দু'বার জুড়ে দেয়া হয়েছে। আনন্দপাঠ বইয়ে পৃষ্ঠাগুলো এলোমেলো করে সাজানো হয়েছে।

এছাড়া প্রায় সব বইয়েই নিম্নমানের কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে এবং ছাপা অস্পষ্ট। বইয়ের কোনো কোনো ছবি থেকে কালি উঠছে। ছবির ব্যক্তিদের চেহারা অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে না। প্রাথমিকের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই খারাপ। মাধ্যমিকের ছাপা ও বাঁধাই খারাপ। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবই সংগ্রহ করে দেখা গেছে চার রঙের পাঠ্যবই ৮০ গ্রাম সাদা কাগজে ছাপার যে শর্ত ছিল, তা মানা হয়নি। বইয়ের বেশির ভাগ ছবি ঝাপসা, নড়বড়ে বাঁধাই। কাগজ ও বইয়ের মান দেখভালের জন্য এনসিটিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কন্টিনেন্টাল বিডি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির প্রকল্প ব্যবস্থাপক বলেছেন, 'বেশ কয়েকটি প্যাকেজের কাগজে ত্রুটি পেয়ে বিষয়টি এনসিটিবিকে জানানো হয়েছে। আমরা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি না, এনসিটিবিকে অবহিত করাই আমাদের কাজ, সেটি নিয়মিত করা হয়েছে।' ৫০৮টি উপজেলা থেকে কন্টিনেন্টাল বই সংগ্রহ করে দরপত্রের শর্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে। ইতিমধ্যে প্রায় ১০০টি উপজেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দরপত্রের শর্ত মানা হয়নি।

প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিংয়ের স্বত্বাধিকারী বলেছেন, 'কাজ নেয়ার পর মিল মালিকরা কাগজের দাম ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেন। অগ্রিম টাকা দিয়েও সময়মতো ও মানসম্মত কাগজ পাওয়া যায়নি। এর কিছুটা প্রভাব পাঠ্যবইয়ের ওপর পড়তে পারে।' পড়তে পারে মানে মারাত্মকভাবেই পড়েছে। অবশ্য তাতে এনসিটিবিরও কিছু যাবে আসবে না, আর প্রিন্টারদেরও কিছু হবে না। ক্ষতি যা হবে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। বাংলাদেশ মুদ্রণশিল্প জাতিকে একটি ফিডব্যাক দেবেন? আমি ক'বছর আগে এনসিটিবির চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম কিছু বই আনার জন্য। অনেকদিন ঘুরেও কোনো বই পাইনি। তাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে না, আমাকে তারা কীভাবে বই দেবেন এবং কেন দেবেন? কথা তো ঠিকই। আমার প্রশ্ন, বইয়ের মতো অতি প্রয়োজনীয় একটি শিক্ষা উপকরণকে রেশনিং ও কন্ট্রোলিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ কতটা যুক্তিসঙ্গত? বই তো সবার জন্য, সব সময় ও সর্বত্র উন্মুক্ত থাকার জন্য।

আমরা শিক্ষার্থীদের 'সৃজনশীল' বানানোর জন্য নোট ও গাইড বই পড়ানো নিষিদ্ধ করতে চাই। অবশ্যই তা করা দরকার। কিন্তু যে বই আমরা এনসিটিবি থেকে সরবরাহ করি, তা কি শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী চাহিদা মেটাতে পারছে? নোট-গাইড তো এমনি এমনি বাজারে চলছে না। এনসিটিবির বই শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে না। বিনামূল্যে বই বিতরণ কোনোভাবেই প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করতে পারছে না। একজন অভিভাবককে প্রতি মাসে প্রচুর অর্থ দিতে হয় প্রাইভেট পড়ানোর জন্য। কারণ, বইগুলো একদিকে যেমন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের চাহিদা মেটাতে পারছে না, পারছে না তাদের আকৃষ্ট করতে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকার ফলে তারা পুরনো ধারায় পড়াচ্ছেন আর প্রাইভেট ব্যবসার প্রসার ঘটাচ্ছেন। তাদের অনেকেরই এখনও জানা নেই কীভাবে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায় শিক্ষার্থীদের। এজন্য দরকার যথাযথ প্রশিক্ষণ। যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে শিক্ষা উপকরণ শিক্ষকরাই ভালোভাবে তৈরি করতে পারবেন।

মাছুম বিল্লাহ : *শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক; ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত*
masumbillah65@gmail.com